উৎসর্গ।

যিনি দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর কাল ক্ষুদ্র যূথিকার ন্যায় শুভ্রহাস্যে ও স্নিগ্ধসৌরভে আমার গৃহপ্রাঙ্গনখানি পুলকিত করিয়া রাখিয়াছেন, আমার সন্তানগণের স্নেহময়ী জননী, দাসদাসীগণের শ্রদ্ধার "গিন্নিমা," আমার গৃহের অন্নপূর্ণা, সেবায় দাসী, পরামর্শে সচিব, নর্ম্মালাপে সখী, আমার উচ্চাবচ জীবন পথের সেই চিরস্থির সঙ্গিনী শ্রীমতী বিনোদিনী দেবীর শ্রীকরকমলে এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানি পরম প্রীতির সহিত অর্পণ করিলাম। ইতি—

আনন্দকুটীর, বাঁকুড়া
১ শ্রাবণ, ১৩৩৯

শ্রীসত্যকিঙ্কর সাহানা

ভূমিকা

কলিকায় প্রকাশিত কবিতাগুলি সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি যুথিকাতে প্রকাশিত কবিতাগুলির সম্বন্ধেও তাহাই বক্তব্য। তনয়গণের এবং কয়জন বন্ধুর ইচ্ছানুসারেই এগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল।

এই কবিতাগুলি কলিকাতে প্রকাশিত কবিতাগুলির পরের লেখা; অনেকগুলিই কুড়ি পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বের লেখা; দুই একটি তাহারও পূর্ব্বের; কয়েকটি আট দশ বৎসরের মধ্যে লিখিত।

এগুলি কোন কোন সুহৃদের ভাল লাগিয়াছে; পাঠকগণের মধ্যে কাহারও ভাল লাগিলে কৃতার্থ বোধ করিব।

এই কবিতাগুলির মধ্যে কোন কোনটিতে লেখকের জীবনের এক আধটুকু ছায়া যে না ফুটিয়াছে তাহা বলিতে পারি না। কল্পনার সঙ্গে কখন অলক্ষ্যে মানুষের ব্যক্তিত্ব জড়াইয়া পড়ে তাহা সব সময়ে ঠিক ধরা যায় না।

আনন্দকুটীর, বাঁকুড়া
১ শ্রাবণ ১৩৩৯

শ্রীসত্যকিঙ্কর সাহানা

সূচী

যুথিকা।

সঙ্কোচভরা ক্ষুদ্র যুথিকা গৃহপ্রাঙ্গন পাশে
শুভ্র বসনে আধ মুখ ঢাকি সলাজ মুচকি হাসে।
নিশ্বাসে ঝরা সৌরভ ভার
লুটিয়া মাখিয়া অঙ্গে তাহার
সজল শীতল বর্ষা পবন প্রাঙ্গনখানি ঘিরে
শ্লথ মন্থর বিলাসীচরণে ভ্রমিতেছে ঘুরে ফিরে।

যুথিকার বাস প্রাঙ্গন ছাড়ি বহুদূরে নাহি ধায়,
মত্ত ভ্রমর তার পাছে পাছে গুঞ্জন নাহি গায়,
চোখে নাই তার বিলাসের ছল,
মত্ত বাসনা অধীর বিহ্বল
বক্ষে তাহার গুমরি গুমরি নাহি উঠে নিশিদিন;
ক্ষুদ্র বাসনা বক্ষে চাপিয়া সদা সঙ্কোচলীন।

ব্রাহ্মণ যদি আসে কেহ হেথা দেবতা পূজার তরে
রূপে রসে ভরা বিবিধকুসুমে সাজিটি তাহার ভ'রে,
ভূমা ভাবনায় আনমনে ভুলি
যুথিকারে যদি লয়ে যায় তুলি
চন্দনে মাখি দেবতার পায়ে করে তারে নিবেদন,
স্বার্থক হবে হৃদয়ের তার ভাষাহীন নিবেদন।

বাঞ্ছিতা।

চক্ষে তোমারে দেখি নাই কভু
শুনি নাই কাণে বাণী
তবুও সবাই বলে সদা মোরে
তুমিই হৃদয়রাণী।
কোন আকাশের উজল তারকা
নয়নে তোমার জ্বলে ?
কোন গগনের মৃগহীন চাঁদ
তব দেহে পড়ে গলে ?
কোন বশোরার অতুল গোলাপ
গণ্ডে তোমার ফুটে ?
কোন্ স্বরগের স্বর্ণ লতিকা
বেড়িয়া তোমারে উঠে ?
স্থলজ কমল কোন কাননের
লুটায় চরণ পরে ?
কোন কোকিলের পঞ্চমস্বর
কণ্ঠে তোমার ঝরে ?
ঊর্দ্ধে চাহিয়া বেড়াও ভ্রমিয়া
উজলিয়া কোন ভূমি
মত্ত মধুপ গুঞ্জরি ভ্রমে
তোমার চরণ চুমি ?

চিরদিনই কিগো রহিবে আড়ালে
তৃষিত রহিব আমি ?
নিভায়ে যেতেছে আলোক আমার
আঁধার আসিছে নামি।
তৃষিত ক্ষুধিত শ্রবণ আমার
নয়নে স্বপন ঘোর
তব অনুরাগে ওগো হৃদিরাণি,
হয়ে আছে তারা ভোর।
এস, নেমে এস, ও চিরবাঞ্ছিতা,
গাহিয়া প্রেমের গান,
মিটে যাক্ তৃষা, চির বিরহের
হয়ে যাক্ অবসান।

মিনতি।

বাঁধনের মাঝে রেখোনা আমায়
বিশ্বে আমায় দাও ছেড়ে ;
আপনা খুঁজিতে আপনা হারানু,
আপনারে মোর লও কেড়ে
বিশ্বে আমারে নিঃস্ব করগো
কেড়ে লও সব "আমারি"

সবার দুয়ারে বেড়াই ঘুরিয়া
চিরপরিচিত ভিখারী।
আপনার সব পর হয়ে যাক্
পর সব হোক আপনা,
ঘুচে যাক্ তৃষা, মিটে যাক্ আশা,
সিদ্ধি লভুক সাধনা।

শেলীর অনুকরণ।

প্রদীপ ভাঙ্গিয়া গেলে আলোক কাঁদিয়া মরে ;
ইন্দ্রধনুকের শোভা মেঘ সনে যায় ঝরে ;
বাঁশরী ভাঙ্গিলে তান মনে নাহি রহে আর ;
প্রিয়বাণী ভুলে যাই বলা শেষ হলে তার।
গীতজ্যোতিঃ নিভে যথা বাঁশরী দেউটি সনে
নীরব হৃদয় যবে সঙ্গীত জাগেনা মনে ;
জাগে শুধু ব্যথাগীতি ভগ্নগৃহে বায়ু যথা
কিম্বা মগ্ন লোক লাগি সমুদ্রের আকুলতা।
প্রেমের সাধনে যবে দুটি হৃদি মিলে হায়
সুদৃঢ় আবাস ত্যজি প্রেম পলাইয়া যায়,
দুর্ব্বল হৃদয়খানি প্রণয় বাছিয়া লয়
অতীতের স্মৃতিটুকু বহিতে যাতনাময়।

চিন্তা ও স্বপ্ন।

(সত্য ঘটনা মূলক)

১ চিন্তা।

কখন পড়িল ঝরে গোপনে মেঘের আড়ে
বিষাদ মলিন,
চির দিবসের সাথী, উনবিংশ শতাব্দীর
সর্ব্বশেষ দিন ;
পরিচিত সান্ধ্যস্বরে গাহিলনা বিহঙ্গম
বিদায় সঙ্গীত,
দেখিল না কেহ কোথা মেঘম্লান দিবাকর
হ'ল অস্তমিত ;
নাহি সন্ধ্যারুণ রাগ, সন্ধ্যার পবন মৃদু,
গোধূলির তারা,
বিন্দু বিন্দু বারিছলে প্রকৃতি কাঁদিল শুধু
শোকে আত্মহারা।
প্রখর পউষ শীতে জর জর রজনীর
গভীর আঁধারে,
ছুটিয়া ফিরিল শুধু তুষার শীতল বায়ু
ক্ষিপ্ত হাহাকারে।
কাঁপিল কুলায়ে পাখী, বনে বন্য জীবচয়,
গৃহে নরগণে ;

নিঃসঙ্গ প্রবাসী হৃদে, তপ্ত মৃদু শয়নের
গাঢ় আলিঙ্গনে,
জাগিল কতই কথা, কত অতীতের স্মৃতি
সুখ দুঃখ ময়
গত শতাব্দীর সনে আমার সে কতখানি
হয়ে গেল লয়,
মরেছে শৈশব বাল্য, কৈশোর মরিয়া গেছে,
যৌবন প্রভাত—
ঝরিয়া-মরিয়া-গেল, রাখিতে নারিনু হায়
আপনার সাথ।
আমার সে কতখানি ঘুমায় অতীত কোলে,
বর্ত্তমানে তাই—
বর্ত্তমান! বর্ত্তমান! মিথ্যা কথা বর্ত্তমান!
বর্ত্তমান নাই।
অনন্ত সময় স্রোতে অনাগত অতীতের
অস্থির সঙ্গম,
তাহে কহি বর্ত্তমান, তাহে দাঁড়াইতে চাহি
কি বিষম ভ্রম!
হেথা কোথা বর্ত্তমান? কোথায় জীবন হেথা?
এযে মর্ত্ত্যধাম;
চির মৃত্যু খেলা হেথা, মৃত্যুই যে এখানের
শ্রুতিদত্ত নাম।

মৃত আপনার পরে স্থাপিয়া চরণ মোরা
উর্দ্ধে উঠে যাই ;
মৃত্যুই মঙ্গল শ্রেষ্ঠ, ঈপ্সিত লাভের পথ
মৃত্যু ভিন্ন নাই।
নদীর লহরী মত উদিল মিশিল ধীরে
কত পূর্ব্ব কথা,
কুটিল সংসার পথে চলিতে পেয়েছি কত
হৃদয়েতে ব্যথা ;
কত প্রেম, কত শান্তি, কতই উৎসাহ আশা,
গেছে ধীরে ঝরে
আঁধার হৃদয়ে মোর ঢালি শুভ্র ক্ষীণ জ্যোতিঃ—
ক্ষণেকের তরে।
আষাঢ় সূর্য্যের মত মেঘাবৃত মেঘমুক্ত
জীবন কাহিনী
স্মরিতে স্মরিতে ধীরে উদিল মানসপটে
"দুঃখিনী জননী" ;
কি ছিল অতীতে মাতা ; জ্ঞানদীপ্ত, বলদৃপ্ত,
তনয়েরা যবে
পার হয়ে হিমগিরি, মথিয়া সাগর বারি
প্রমত্ত গৌরবে
সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প, স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য, কলা,
করি বিতরণ—

শুনাল উদাত্ত স্বরে বিস্মিত জগত জনে
বেদ দরশন।
করাল কালের স্রোতে সে ছবি ডুবিয়া গেল,
উঠিল ফুটিয়া
শান্ত সৌম্য বৌদ্ধ যতি; অহিংসা পরম ধর্ম্ম
উচ্চে উচ্চারিয়া
নিন্দিয়া বৈদিক ধর্ম্ম; মোক্ষ আত্মশক্তি লভ্য—
শুনায়ে জগতে—
চলিল জগত বক্ষে; অদ্ভুত শঙ্কর যতি—
চলিল পশ্চাতে,
কহিল "ও ভ্রান্ত ধর্ম্ম, ভ্রান্তিতে গঠিত উহা,
ভ্রান্তিতে জনম,
কভু মিথ্যা নহে বেদ, বেদ সত্য সনাতন
অভ্রান্ত ধরম।"
সে ছবি ডুবিল পুনঃ, উদিল কতই ছবি
নূতন নূতন,
ভারতের মহত্ত্বের, গৌরবের, বীরত্বের
অতীত স্বপন;
পুরু সেকন্দর সহ, যশোধর্ম্ম দেব নৃপ
শাক্যগণ সনে
অতুল বিক্রমে যুঝে, যুঝে ক্ষাত্রবীরগণ—
কাশেমের রণে;

পূত দৃশদ্বতী তীরে সংযোজিনী পৃথুরার
ছবি মনোহর,
পাঠান মোগলগণে দেখিলাম ভারতের
রাজ রাজেশ্বর ;
আরাবল্লী পর্ব্বতের প্রতি শৈল প্রতি গুহা
গৌরবে মণ্ডিয়া
ঢালিছে হৃদয় রক্ত বীর রাজপুতগণ
স্বদেশ লাগিয়া।
কতই মহিমোজ্জ্বল নব নব চিত্ররাশি
দেখিনু বিস্ময়ে ;
হৃদিশোষী, ত্বক্‌দাহী, অবশেষে চিত্র এক
দেখিনু সভয়ে,—
পদাঘাতি মাতৃবক্ষে ক্ষীণদেহ হীনমন
ঘৃণ্য পুত্রগণে
ভীত ত্রস্ত, সকম্পিত খুঁজিছে বিবর শুনি
পবন স্বননে।
নিদ্রালস দেহ মোর ক্ষিন্ন অবসন্ন করি
সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস
লইয়া-বেদনা ভার ছুটে গেল ঊর্দ্ধ দিকে
দেবতার পাশ।
নিদ্রালস চোখে মোর উদিল মহান দৃশ্য
পশ্চিম গগন

অস্তগামী তপনের পরিয়া কিরণ মালা
সোণার বরণ
মনোহর, সমুজ্জ্বল ; পূরব গগন মগ্ন
গভীর আঁধারে
শব্দহীন, চেষ্টাহীন, ঔজ্জ্বল্য-মহিমাহীন
মৃতের আকারে।
অবসন্ন দেহ মোর মৃত্যুর ভগিনী নিদ্রা
কোলে নিল তুলি,
রহিনু তাহার মোহে ভুলিয়া-স্বজন কথা
আপনারে ভুলি।

২ স্বপ্ন।

তখনো উষার আলো নিশার আঁধার ভেদি
উঠেনি ফুটিয়া,
হিমম্লান খগকণ্ঠে উষার আহ্বান গীতি
উঠেনি বাজিয়া,
তখনো প্রবাসীদেহ গাঢ় শয্যা আলিঙ্গনে
নিদ্রায় মগন.
কে যেন, মধুরস্বরে কহিছে শিয়রে বসি
দেখিনু স্বপন,—
"নিদ্রাত্যজি ওঠ্, বৎস, বিংশ শতাব্দীর ছবি
দেখ্‌রে চাহিয়া
অনন্ত গগণঅঙ্গে বিধাতা আপন করে
দিয়াছে আঁকিয়া।"

ত্যজিয়া শয্যার ক্রোড় রজনীর শ্লথবাস
ব্যস্তে সম্বরিয়া
ভূতগ্রস্ত জনমত ছুটিলাম, দেখিলাম
বাহিরে আসিয়া,
বিশাল আকাশ গায় মহামহিমার ছবি ;
পূরব অম্বর
অর্দ্ধোদিত অরুণের সুবর্ণ কিরণ জালে
উজ্জ্বল ভাস্বর ;
ভাস্বকর বিতাড়িত ঘনকৃষ্ণ মেঘজালে
পশ্চিম গগণ
রহিয়াছে আবরিত, মশীময় সুগভীর
আঁধারে মগন।
ক্রমেই বাড়িছে জ্যোতিঃ, হতেছে উজ্জ্বলতর
নভঃ পূর্ব্বভিত,
মহিমা উজ্জ্বল ছবি দেখিতে লাগিনু চাহি
বিস্ময় স্তম্ভিত ;
শুনিনু বিস্ময়ে ভয়ে কে যেন উদাত্তস্বরে
কহিল ডাকিয়া
"বিংশ শতাব্দীর বৎস ভবিষ্য কালের ছবি
দেখ্‌রে চাহিয়া।"

গিরিডি
১লা জানুয়ারী, ১৯০১।

গরুড়।

হে গরুড় কর্ম্মিশ্রেষ্ঠ পুত্র শিরোমনি,
জন্মি মহাকর্ম্মযুগে জগত প্রভাতে
এখনো রেখেছ ভরি যশের আভাতে
দশদিক। এসো বীর, ডাকিছে জননী,
আজি পুনঃ একবার দেখাও তেমনি
আজি এই বাক্যযুগে, যবে পুত্রগণ
বাক্য অর্থে শুধু মার সেবিছে চরণ,
কর্ম্মের মাহাত্ম্য সবে। কুটিলা সতিনী
তনয় সাহায্যে খেলি খেলা ছলনার
বন্দিনী করেছে মায়ে ; অনুরু অগ্রজ
আপনা লইয়া ব্যস্ত ; তুমি আর বার
স্নেহ সূর্য্য রথ অগ্রে স্থাপি সহোদরে
আনি সুধা পরাজয়ি দেবতা দিতিজ
দাসীপনা জননীর মোছ চিরতরে।

———

ছিল।

ছিল ফুল্ল ফুলকুঞ্জ, শ্যাম ধরাতল,
ছিল মনোমুগ্ধকর বাঁশরীর তান,
বহিয়া আনিত দূর বিহগীর গান
রোগশূন্য ধূমশূন্য আকাশ নির্ম্মল।
ছিল প্রেমস্মৃতিভরা যমুনার জল,
ছিল শত কাব্য, কলা, শাস্ত্রের বিধান।
হৃদয়ে স্ফুরতি ছিল, দেহে ছিল বল,
ছিল শঙ্কাদ্বিধাশূন্য উদার পরাণ,
উদরেতে অন্ন ছিল মুখে ছিল হাসি,
শোকেতে সান্ত্বনা ছিল স্নেহের পরশ
হৃদয়ের আকর্ষণ বিদ্বেষবিনাশী।
ছিল চারিদিকে শান্তি, পবিত্র হরষ ;
ছিল অবিচলা ভক্তি, পবিত্র অন্তর,
শুদ্ধ শান্ত সমাহিত অনন্ত নির্ভর ;

পেয়েছি।

পেয়েছি জনতাপূর্ণ তপ্ত ধরাতল ;
শোকে হাহাকারে ডুবে গেছে প্রেমগান ;
ভীত ত্রস্ত বিহগীর অর্দ্ধভগ্ন তান
নাহি বহে ধূমাকুল পবন মণ্ডল।
পেয়েছি জঠর জ্বালা, তপ্ত অশ্রু জল
গোপনে নয়ন কোণে ; পেয়েছি বিরাগ
কায়মনোবাক্যে পদ সেবি অবিরল,
ব্যথা ভার হৃদে, দেহে বিলাসের দাগ ;
বিলাপের বিনিময়ে পেয়েছি নিয়ত
হৃদিহীন শুষ্ক "আহা" ভরা উপেক্ষায় ;
জীবন সংগ্রামে সবে ব্যস্ত অবিরত
পড়িয়াছি দূরে দূরে। পেয়েছি বারতা
কর্ম্মহীন ধরমের শুকপাখী প্রায়,
নাস্তিকতা চেয়ে হীন ক্ষুদ্র কপটতা।

মাইকেল মধুসূদন ।

বঙ্গকাব্যনাট্যাগারে অলস শয়নে,
বিলাস মুদিত নেত্রে ছিলাম শুনিতে
মধুর আলাপ মৃদু বেহাগে ললিতে
ললিত কলিত পদ ; যেন বা স্বপনে
নায়ক-নায়িকা রঙ্গ ছিলাম দেখিতে।
ধিক্কারি বিলাস তৃষা, ভাঙ্গিয়া স্বপন,
বীরত্ব আভায় পূর্ণ বদন, নয়ন,
নাট্যাগারে তুমি কবি, পশি আচম্বিতে
মৃদঙ্গে তুলিয়া দ্রুত গুরু মেঘনাদে
জাগালে ভৈরবে গাহি শত লুপ্ত আশা
নিদ্রিত আকাঙ্ক্ষা শত ; তোমার প্রসাদে
জানিতে পারিনু দেব, ক্ষীণা মাতৃভাষা
কোকিল কাকলীত্যজি কি তীব্র হুঙ্কারে,
কি মহা আবেগ ভরে পারে বহিবারে ;

হেমচন্দ্র।

মোহের তিমির মাঝে নিরাশা শয়নে
আছিল ভারত জড় ভরতের প্রায়
উদ্যম উৎসাহ হীন ; মাঝে মাঝে হায়
দু'এক বিহগ শুধু মধুর কূজনে
জাগাইতে ছিল তারে ; মোহিপ্রাণমন,
তুলিয়া পঞ্চমে তব স্বর অনাবিল
নব ভারতের কাব্যকানন-কোকিল
ঢালিলে সঙ্গীত ভরি ভারত শ্রবণ ;
সুপ্ত আশা, সুপ্তভৃষা উঠিল জাগিয়া
স সঙ্গীতে ; দেখাইলে দেব নবচ্ছবি
ত্যাগীর অস্থিতে গড়া নব অস্ত্র দিয়া
নিবারি বৃত্রের বধ। তুমি মহাকবি
ঢালিলে জগৎ কর্ণে আশার সুবাণী
জীব জন্মে ভয় কিরে জগদম্বা জননী"।

রবীন্দ্রনাথ।

বঙ্গ কবিতায় সরে রাজহংস তুমি,
তরঙ্গে তরঙ্গে তুলি খেল নিজ মনে ;
ত্রিদিব সৌন্দর্য্য মাখা স্বভাবের শিশু
গাঁথিছ ভাবের হার প্রেমের কাননে।
কখনো বিপাসাতীরে মৃদুল মারুতে
সুধীরে গাহিছ ভগ্ন হৃদয়ের গান ;
কখনো বা শষ্পশ্যাম যমুনা পুলিনে
তুলিছ গোপীর কণ্ঠে বিরহের তান ;
সমতল ছাড়ি কভু স্বরগ বিহগ
উঠিয়া উন্নত সেই কাশ্মীর শিখরে
সুখ বেদনার গান গাহিয়া গম্ভীরে
জাগাইছ সুপ্তভাব হৃদয় কন্দরে।
কুসুম-কোমল কভু প্রণয়ের কবি,
কভু বা মহিমাময় মধ্যাহ্নের রবি।

রবীন্দ্র সম্বর্দ্ধনা।

(নোবল প্রাইজ লইয়া দেশে প্রত্যাগমন উপলক্ষ্যে।)

স্বাগত, স্বাগত, ওগো যশের মুকুট শিরে
আমাদের কবি,
মাতৃস্নেহ-সমুজ্জ্বল স্নিগ্ধ শ্যাম বাঙ্গালার
কাব্যাম্বুজ রবি।
বিজয়ী বীরেরো বড় বাঙ্গালার জয়ী কবি
ফিরে এস ঘরে,
লহ স্নেহ, লহ প্রীতি, লহ ভক্তি আমাদের
অর্পিত আদরে।
বিজয় গৌরব মাখি জয়ী বীর ফিরে আসে,
সঙ্গে আসে তার
ছিন্ন ধ্বজা, ভগ্ন অস্ত্র, নতমুখ বিজিতের
নয়ন আসার ;
তুমি ফিরিতেছ গৃহে সঙ্গে লয়ে অতুলন
বাঁশীর ঝঙ্কার,
বাগ্দেবীর বীণাচ্যুত অম্লান পঙ্কজ মালা
কণ্ঠেতে তোমার ;
বঙ্গ কবিতার তরে এনেছ উজ্জ্বলতর
নব সিংহাসন
খিন্ন, ক্লিষ্ট স্বদেশীর অবসন্ন হৃদে নব
আশার স্বপন।

দুর্ব্বাসা পাহাড়।

(দুর্ব্বাসা পাহাড় গয়া ও হাজারিবাগ জেলাদ্বয়ের সীমারেখায় অবস্থিত। ঐ দেশে ইহাকে দুর্ব্বাসা ঋষ বলে। ইহার সন্নিকটে গয়া জেলার মধ্যে আরও দুইটি পাহাড় রহিয়াছে ; একটিকে শৃঙ্গঋষ্ (ঋষ্যশৃঙ্গ) ও অন্যটিকে গৌতম ঋষ বলে। দুর্ব্বাসা ঋষে উঠিবার জন্য একটি সুড়ঙ্গ পথ দৃষ্ট হয়। শৃঙ্গ ঋষের উপরে একটি প্রস্তর নির্ম্মিত পুরাতন শিবমন্দির ও শিবলিঙ্গ আছে। শুনিলাম তন্নিম্নে একটি সুড়ঙ্গ আছে তাহা অবলম্বনে দুর্ব্বাসা ঋষে যাওয়া যায়। এই পাহাড়গুলি গয়া হইতে ১৮।২০ ক্রোশের মধ্যে। সত্যই এখানে ঋষিগণের আশ্রম স্থাপিত ছিল কিনা তাহা জানিবার কোন উপায়ের সন্ধান পাই নাই ; তবে হিন্দুত্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র গয়ার নিকটে প্রকৃতির রমনীয় স্থানে অবস্থিত এই পাহাড়গুলিতে ঋষিগণের আশ্রম স্থাপন অসম্ভব মনে হয় না।)

গত আজ বহুদিন ঋষীন্দ্র দুর্ব্বাসা
রুদ্র অংশে জন্ম ঋষি রুদ্র অবতার—
রচি ক্ষুদ্র পর্ণগৃহ শিখরে তোমার
সাধিতেন মহাশক্তি ; রেণুলিপ্ত পদে
মুকুট মণ্ডিত শির লুটাইত কত ;
বর্ম্মাবৃত বক্ষ কত কাঁপিত সভয়ে
হেরি সে কটাক্ষ তীব্র, কুঞ্চিত ললাট,
যে ললাটে ছিল আঁকা জ্বলন্ত অক্ষরে

অন্যায়ের প্রতি ঘৃণা, যে চোখে জ্বলিত—
দেবতার রোষ অগ্নি অত্যাচারী প্রতি।
সেদিন অতীত হায় আজি ভারতের;
আসিয়াছে নবযুগ! তাই শৈলবর
ঋষি-পদ-রজঃ-পূত বক্ষখানি তব,
দীর্ণ এবে ঋষি শোকে যেন, দেছ পাতি—
দুইটি জেলার মাঝে সীমারেখা রূপে।
সৌরভ গৌরব তব গত ঋষি সনে।
কিন্তু শৈলবর, নীল আকাশের কোলে
ঘননীল অজগর অঙ্গখানি তব
যখনি অঙ্কিত দেখি অন্তর হইতে,
অন্তর মাঝারে মোর অতীত কাহিনী
বিষাদ ব্যথিত সুরে কহে ধীরে ধীরে,
"নহে হীন উহা, পবিত্র ও শৈলবর;
অই শৈল শিরে ছিল ক্ষুদ্র পর্ণগৃহে
দীন দ্বিজ এক,—অন্যায়ের যমরূপী;
দর্পী নৃপতির দর্প-চূর্ণিবার তরে
নামাইতে অগ্নিদেবে সিংহাসন হ'তে
যে আসন একমাত্র প্রাপ্য ঈশ্বরের
করিলেন মহাযজ্ঞ বহুকাল ব্যাপী;
দৈত্যের চূর্ণিতে দর্প খাণ্ডব-নিবাসী
নতশির অগ্নিদেবে প্রেরিয়া দহিলা

বিশাল খাণ্ডব বন।* তমসার তীরে
পূত তপোবনে মজি স্বার্থপর প্রেমে
ধর্ম্মের রক্ষক রাজা, আজন্ম পালিতা
ধর্ম্মক্ষেত্র তপোবনে ঋষির তনয়া,
পৌরব দুষ্যন্ত আর শুদ্ধা শকুন্তলা,
দুয়ে দুজনারে ভাল বেসেছিল ভুলে
জগৎ সংসার, সমাজ নিয়ম ত্যজি
চলেছিল একপদ ; অমনি পড়িল
বজ্র রূপী ঋষিরোষ সে প্রেমের পরে ;
বরষ বরষ ধরি কাঁদিল দম্পতী
বিচ্ছিন্ন ঋষির শাপে ; অবশেষে তারা
নয়ন আসারে ধূয়ে স্বার্থপঙ্করাশি
দেবতার তপোবনে, পবিত্র আশ্রমে
স্বার্থহীন পূতপ্রেমে হইল মিলিত।
প্রভুত্বমদিরামত্ত ঐরাবতারূঢ়
দেবেন্দ্র হেলিল মালা, দুর্ব্বাসার দেওয়া,
অমনি পড়িল শিরে অভিশাপ রূপে
ঋষিরোষ, বৃত্র নিল হরি স্বর্গরাজ্য ;
বহুবর্ষধরি দীনবেশে ভ্রমি দেবরাজ
বহু সাধনায় লভি নবশক্তি পুনঃ
স্বার্থত্যাগী দধিচীর অস্থিতে নির্ম্মিত
বজ্র অস্ত্রে করি বধ দুর্ব্বৃত্ত অসুর

লভিলেন নিজরাজ্য ঋষিকরুণায়।”
তার পরে ধীরে যেন পাইনু শুনিতে
“যে দেশে অন্যায় প্রতি এত ঘৃণা রোষ
সেই দেশ অন্যায়ের লীলাস্থল এবে।”

———

ব্যর্থ প্রয়াস।

আর কেন, আর কেন, হৃদয় শ্মশানে
উৎসবের মহা আয়োজন,
বনে দিয়া জানকীরে মনে প্রবোধিতে
সুবর্ণের জানকী গঠন?

হাসিমাখা আনন্দাশ্রু নয়নেতে তব
বহুদিন গেছে শুকাইয়া,
পূর্ণিবে অভাব তার, হায় প্রবঞ্চনা,
মর্ম্মচ্ছেদী আঁখিজল দিয়া?

বর্ষার আবেগ বন্যা শুকাইয়া গেছে,
ধূ-ধূ-করে বালুকা ধূসর,
দেখাইবে তারি মাঝে লহরীর লীলা?
বৃথা চেষ্টা কিবা এর পর!

নিবেছে সুখের দীপ ; অতৃপ্তির শিখা
কৃষ্ণ জিহ্বা করিয়া বিস্তার
দহিছে হৃদয় তব, সে কৃষ্ণ আলোকে
অভাব কি মিটিবে তোমার ?

তবে কেন, কেন তবে রুষ্ট নিয়তি
প্রতিকূলে করিবারে রণ
হৃদয় শ্মশান হ'তে দগ্ধ কাষ্ঠ লয়ে
কর এই মিথ্যা আয়োজন !

জ্বালিছে শ্মশান শিখা পারিবে না তাহে
আঁখিজলে দিতে নিবাইয়া ;
নিবাইতে চাও যদি, পার, ফেল তাহে
অন্তর্দাহী স্মৃতিরে ধরিয়া।

খেলা শেষ।

স্মৃতি তোর পায়ে ধরি শুনাস্ না মোরে
পুরাতন কাহিনী আমার ;
যা ছিল গিয়াছে চলে, আছে শুধু এবে
পরাণের তীব্র হাহাকার !

গঠিয়া ধূলার ঘর খেলাইতে ছিনু
আনমনে ভুলিয়া সকল ;
বায়ু উড়াইল ধূলি, ভেঙ্গে গেল ঘর
আঁখি মোর হইল বিকল।

থামিয়াছে ধূলা খেলা, আনন্দ কল্লোল
হাসি আজ গিয়াছে নিবিয়া,
ধূলিম্লান দেহে তাই দীনহীন বেশে
একলাটি রয়েছি পড়িয়া।

ফুরায়েছে সব যার তাহারো হৃদয়ে
আশা রহে ক্ষীণ আলো ধরি,
জীবন-কুসুম-বৃন্ত সে আশাও আজি
গিয়াছে আমারে পরিহরি।

ঢালেনা আমার তরে বিহগীরা আর
মুক্তকণ্ঠে পীযুষের ধারা ;
বহেনা মৃদুল বায়ু, ফুটেনা কুসুম
বিলাইতে সৌরভ পশরা।

এবে শুধু নিতি নিতি আসে নব দিবা
লয়ে তীব্র তপন-নয়ন ;
দেখিয়া হীনতা মোর ক্রোধরক্ত আঁখি
চিরতরে করে পলায়ন।

আসে ধীরে ধীরা নিশি সহস্র নয়নে
চাহে মোরে রাখিতে ঘিরিয়া,
হেরি মলিনতা মোর বিষাদে লজ্জায়
সেও ফিরে কাঁদিয়া কাঁদিয়া।

জীবনের শান্তি হীন দীর্ঘ দিন ধরি
ধূলায় মলিন দেহ লয়ে
খেলিয়াছি নিজমনে, সঙ্গী যারা ছিল
ফিরিয়াছে আপন আলয়ে।

প্রভাতে খেলিতে এনু, যতনে জননী
সাজাইল বিবিধ রতনে.
আঁধার আসিছে নামি, হারায়ে সে সব
ম্লান বেশে ফিরিব কেমনে!

নির্ভরতা।

নিদাঘের মধ্যাহ্ন নিশীথ
স্তব্ধ শান্ত জীব কোলাহল,
শৈলশির হতে নামি বায়ু
চারিদিকে ঢালিছে অনল।

জনহীন পথখানি যেন
প্রান্তরেতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া---
চরণ পরশ লাগি—কার
তপ্ত বক্ষ রেখেছে পাতিয়া

তপ্ত তপনের কর তাপে
কিসলয় আভরণ ম্লান
ছায়া বিসারিয়া তরু তবু
শ্রান্ত জনে করিছে আহ্বান।

ঢাকি শীর্ণ অন্নহীন তনু
শতছিদ্র ম্লান জীর্ণবাসে ;
বৃদ্ধ এক বসি তরুতলে
জনহীন দীর্ঘ পথ পাশে ;

কালের পরশচিহ্ন দেহে
দীনতার প্রতিমূর্ত্তিখানি,
জ্যোতিহীন নয়নেতে আঁকা
অতীতের সহস্র কাহিনী।

নিকটে বসিয়া ধীরে ধীরে
শুধাইনু কে আছে তাহার ;
চমকি উঠিয়া বৃদ্ধ-তায়
উত্তরিল "কে আছে আমার !

একদিন সব মোর ছিল,
সক্ষম তনয়, স্নেহশীলা
কন্যাগণ যতনে সেবিত,
ছিল মোর দয়িতা সুশীলা।

সমন লইল তাহা সবে,
সেইরূপই ইচ্ছা বিধাতার ;
ছিল গৃহ, জমি কয় বিঘা
ভূস্বামী করিল অধিকার।

পরলোকে রয়েছে তাহারা
বসিয়া আমার অপেক্ষায় ;
শুভ ইচ্ছা হলে বিধাতার
কোন দিন যাইব সেথায়।"

স্বরে নাই আবেগ মাখান
অশ্রুবিন্দু ঝরিল না চোখে,
স্মৃতি, ঘনবিষাদের ছায়া—
ফুটাল না স্থবিরের মুখে।

ভাবিলাম বৃদ্ধের হৃদয়
সংসারের নির্ম্মম আঘাতে
হারাইয়া কোমলতা মধু
ভরেছে পাষাণ রেখা পাতে।

"মোর গৃহে" কহিলাম তারে
"চল বৃদ্ধ ভাবিয়া আপন,
পিতৃসম সেবিব তোমারে,
চিরদিন করিব পালন।"

জ্যোতিহীন নয়নের কোনে
দেখা দিল দুটি অশ্রুকণা,
কহিল চাহিয়া শূন্যপানে
"না যুবক তাহা পারিব না।

অবশিষ্ট দিনগুলি মোর
পথে পথে ঘুরিয়া ঘুরিয়া,
সেইরূপই ইচ্ছা বিধাতার,
কোন রূপে দিব কাটাইয়া।

সুখময় গৃহে মোর বাস
হ'ত যদি ইচ্ছা বিধাতার
তা হলে এমন কেন হবে
ছিলত গো সকলি আমার!"

তপ্ত বক্ষ অনুদ্দেশ পথে
যষ্ঠি-খানি করিয়া আশ্রয়
চলি গেল কম্পিত চরণে।
বক্ষে ধরি অশান্ত হৃদয়।

ফিরিনু আপন গৃহে যবে
প্রাণে শুধু জাগিতে লাগিল
গুপ্তব্যথ বৃদ্ধের বচন
"একদিন সব মোর ছিল !"

শান্তিহীন নিদাঘ নিশীথে
দূরাকাশে কে যেন ধ্বনিল
লুপ্তব্যথ নির্ভরের ভাবে
"একদিন সব মোর ছিল !"

নিশাশেষে দুঃস্বপন দেখি
প্রাণ যবে কাঁদিয়া জাগিল
দূরে যেন পাইনু শুনিতে
"একদিন সব মোর ছিল !"

তাই ভাবি।

যবে মোর অক্ষিপুট দাওগো মুদিয়া
কুহক পরশে তব, স্বপন স্বন্দরী,
অয়ি নিদ্রে, তব নিত্য প্রিয় সহচরী
নয়ন সমুখে মোর দেখায় খুলিয়া

দীর্ঘ চিত্রপট খানি, অঙ্কিত করিয়া
কত মনোহর কত বিভীষণ ছবি।
তব সহোদর মৃত্যু যবে, তাই ভাবি,
চিরতরে অক্ষিপুট দিবেগো মুদিয়া
তার কোন সহচরী স্বপনের মত
সুদীর্ঘ নিদ্রার অতি দীর্ঘ নিশাধরি
নানাবর্ণে, নানারূপে চিত্র শত শত
দেখাবে বিস্ময়ে ভয়ে বিমোহিত করি ?
জ্ঞানসূত্র ছিন্নকরী কিম্বা সে নিদ্রায়
নাহি স্বপ্ন, নাহি ভীতি নাহি কিছু হায় ?

খোঁকার মা।

পশ্চিম শারদাকাশে তখনো খেলিতে ছিল
করি ছুটাছুটি
কৃষ্ণমেঘ বালকেরা অস্তগত তপনের
স্বর্ণবেশ লুটি ;
আঁধারের সনে আলো যুঝিয়া জীবনপণে
হতেছিল ক্ষীণ ;
বিষাদব্যথিত স্বরে পাখীরা গাহিতেছিল
অবসান দিন ;

বিমল আকাশপটে ধীরে দিতেছিল দেখা
গোধূলির তারা ;
নীরবে চাহিয়াছিল ঘনবর্ণ তরুরাজি
আঁধারেতে ঘেরা ;
শরতের পূর্ণানদী ধীরে লুটাইতেছিল
তট পদে আসি ;
দূরে দুএখানি তরী নিঃসঙ্গ প্রবাসী মত
যেতেছিল ভাসি ;
তটস্থিত গ্রামপরে সুধীরে নামিতেছিল
কুয়াসা আঁধার
চিত্রার্পিত ছবিমত নয়নে লাগিতেছিল
সৌন্দর্য্য তাহার ;
গৃহস্থ প্রাঙ্গন হতে চুম্বন গৌরব দৃপ্ত
শুভ কম্বুনাদ
পারস্থিত পথিকের শ্রবণে বহিতেছিল
সন্ধ্যার সম্বাদ।

গ্রামটির প্রান্তভাগে সুন্দর এখানি গৃহ
ছবিটির প্রায়
সম্মুখে কুসুমোদ্যানে যতনে রচিত কুঞ্জ
মালতীলতায়

দূর তটিনীর পানে, উন্মুক্ত গবাক্ষ পথে
চাহি আনমনে
প্রকোষ্ঠ মাঝারে যুবা বলিষ্ঠ মাংসল দেহ,
বসি নিরজনে,
অনাগত-অতীতের মগ্ন ছিল নাহি জানি
কি মহা চিন্তায়।
ধীরে ধীরে নারী এক, শিশুপুত্র কোলে লয়ে,
মাতৃ মহিমায়,
সৌম্য গোধূলির মত তারকারে বক্ষে ধরি
পশিল নীরবে,
রূপে উচ্ছ্বসিত দেহ, মালতী লতিকা যথা
কুসুম বিভবে।
ভাসি গেল চিন্তাস্রোত, সাদরে পশারি বাহু
খোঁকা লয়ে বুকে,
আকুলি শিশুরে যুবা বর্ষিল চুম্বন শত
ফুল্ল কচি মুখে ;
বামক্রোড়ে ধরি শিশু যতনে দক্ষিণ করে
নারীরে ধরিয়া
সলজ্জ রক্তিম গণ্ডে চুম্বিল সুধীরে যুবা
সোহাগে ভরিয়া ;
হাসিয়া উঠিল শিশু ; যতনে ধরিয়া নারী
যুবকের কর

কহে "অভাগীরে নাথ ভাল বাসিবারো কিগো
নাহি অবসর ?"
"কেন দোষারোপ প্রিয়ে! অনুদিন অনুক্ষণ
তব মুখ চাহি
উন্মত্ত সংসার স্রোতে জীবন তরণী মোর
চলিয়াছি বাহি।
তবু মিথ্যা দোষারোপ, তবু বৃথা অভিমান
ধূমকেতু মত
অদৃষ্ট আকাশে কেন উদিয়া করয়ে মোরে
আশঙ্কা বিব্রত ?"
"মিথ্যা দোষারোপ নাথ ?" হাসিয়া কহয়ে নারী
"বৃথা অভিমান ?
ভেবে দেখ এবে কিগো প্রথম প্রেমের স্রোত
নহে অবসান ?
আকুল আবেগে আর আমার বদন পরে
চাহ কি তেমন ?
অকারণে শতবার নানা ছলে মোর কাছে
এস কি এখন ?
বুকের মাঝারে রাখি এখন স্বপন ঘোরে
খোঁজ কি আমায় ?
দিনে শতবার এবে বল কিগো 'ভালবাসি'
কথায় কথায় ?

যাহা বল প্রিয়তম, নিত্য নব সে প্রেমের
হইয়াছে শেষ
এখন উৎসব অন্তে ক্ষীণ আলো ধ্বস্ত শয্যা
আছে অবশেষ।
যৌবন মদিরা বর্ণে অভাগীর পোড়া দেহে
দিয়াছিল আঁকি
যে ছবি, মলিন তাহা, তাই আজি অভাগীরে
দাও বুঝি ফাঁকি ?”
হাসিয়া নারীরে যুবা আরো কাছে টানি লয়ে
কহে ধীরে ধীরে
“এত কথা কোথা হতে শিখে এলি ? পাগলিনী
হলি আজি কিরে ?
যৌবন মদিরা তোর পান করি মুগ্ধ ছিনু
ভাঙ্গিয়াছে ভুল,
কে কহিল এ কাহিনী ? কে মিথ্যা বচনে তোরে
করিল আকুল ?
নব মিলনের প্রিয়ে উদ্বেগ আশঙ্কা ভরা
প্রেম আকুলতা
গিয়াছে চলিয়া মানি ; রাজিছে হৃদয়ে এবে
শান্ত নির্ভরতা ;
তাই প্রেম নাই ? ছি ছি ! তখন আছিলে প্রিয়ে
সৌন্দর্য্যে অতুল

শরতের শস্যক্ষেত্র, আঁখির পরম তৃপ্তি,
সংশয় শঙ্কুল ;
হেমন্তের শস্য ক্ষেত্র আজি তুমি প্রিয়তমে
স্বর্ণশস্যে ভরা,
বিমল শান্তিতে পূর্ণ, হৃদয়ে রাজিছ মোর
হৃদি মনোহরা।
তখন ভাদ্রের নদী তৃষিতের তৃপ্তিহীন
কূল ভরা জল,
আজি হেমন্তের নদী তৃষার অনন্ত শান্তি
পবিত্র উজ্জ্বল।
তখন আছিলে প্রিয়ে রূপে ঢল ঢল দেহ
অস্ফুট তরুণী
খোঁকার মায়ের রূপে আজি রাজ গৃহে মোর
বিশ্বের জননী।
তখন বাহিরে ছিলে, মুগ্ধনেত্রে দেখিতাম
তাই রূপরাশি ;
তখন বাহিরে ছিলে, অনুক্ষণ কহিতাম
তাই 'ভালবাসি'।
আজি আর তুমি নাই, আমারো আমিত্ব প্রিয়ে
গিয়াছে চলিয়া,
গঙ্গা যমুনার মত দুজনে হয়েছি এক
অন্তরে মিলিয়া।

কে দেখিবে মুগ্ধনেত্রে ? হৃদয় ভরিয়া যার
আছ দিবানিশি ?
কে কহিবে ভালবাসি? হৃদয়ে রয়েছ যার
অনুখন মিশি ?"
"নারী আমি অত কথা নাহি বুঝি। প্রিয়তম"
কহে নারী হাসি
"অন্তরে আমার তবে শুনিতে বাসনা সদা
কহ 'ভালবাসি'।"

দুর্দ্দৈব।

চাতক চাহিল বারি মিটাতে পিয়াসা তার ;
ভাঙ্গিয়া পড়িল বজ্র শিরোপরে খরধার।

ছল।

বাহানা ধরিল শিশু সন্দেশ খাইবে বলে ;
মাটির বর্ত্তুলে বিজ্ঞ তারে ভুলাইল ছলে।

রাখী-বন্ধন।

চিতোরের রাণা বিক্রমজিৎ যুবা গর্ব্বিত মদে,
অতি উদ্ধত রূঢ় কর্কশ নীতিরে দলেছে পদে।
সর্দ্দার ছাড়ি রাণার প্রসাদ পাইক সকলে পায়,
বিরূপ প্রজারা, সর্দ্দারগণ বলে একি হলো হায়!
তোরণ সমুখে দস্যু আসিয়া পশু লয়ে যায় বলে,
ডাকিলে কোটালে উপহাসি বলে "পাঠাও পাইক দলে।"
আঁখি জল মাখা হাসি বলে প্রজা "পপ্পা বাইকা রাজ";
শৃঙ্খল হীন চিতোর রাজ্য ভেঙ্গে যেন পড়ে আজ।

গুর্জ্জর ভূপ বাহাদুর ভাবে এই ভাল অবসর
মজাফরখাঁর অপমান ঋণ শোধিতে চিতোর পর।
সাজিল আহবে, মিলে তার সনে মণ্ডুর সেনাগণ,
নলগোলা লয়ে মিলে তার সনে লাব্‌রী ফেরেঙ্গান
বুন্দীর মাঝে লৈচা পল্লীতে ছিল চিতোরের রাণা।
সদলে তথায় গিয়া বাহাদুর বীরদাপে দিল হানা।
হলেও মলিন শিরায় তাহার বাপ্পাশোণিত বহে
হীন শত্রুর বৃথা বীরদাপ রাণা কি নীরবে সহে?
অনুচরসহ বিক্রমজিৎ যুঝিল অরাতি সনে,
বিজয়লক্ষ্মী বিমুখ হইল ভঙ্গ দিল সে রণে।
গুর্জ্জর ভূপ উল্লাসে ভাসি অনুচরে ডাকি কয়
"হও আগুয়ান, চিতোর দুর্গ করিয়া লইব জয়।"

শিশোদিয়ারবি দেখি বিপন্ন বীর সর্দ্দারগণ।
ছুটিল চিতোরে রক্ষিতে তারে দৃঢ় দেহ দৃঢ় মন।
স্বরয মলের তনয় বাঘজি দেওলা ছাড়িয়া আসে
বুন্দী তনয় আবু ও ঝালর দাঁড়াইল তার পাশে।
রাজোয়াড়া জুড়ি এলো বীরগণ, ডাকিয়া কহিল সবে
"জন্ম ভূমির চিরগৌরব চিতোর বাঁচাতে হ'বে"।
অযুত বীরের গভীর কণ্ঠে বাজিল জীমূত রবে
"জন্ম ভূমির চিরগৌরব চিতোর বাঁচাতে হবে।"

চতুর লাব্‌রী রচিল রন্ধ্র চিতোর প্রাকার গায়,
গুর্জ্জর সেনা রন্ধ্রমুখেতে দুর্গে পশিতে যায়।
রোধিল রন্ধ্র বুন্দীর সনে পাঁচশত হরবীর
হৃদয় রক্তে রঞ্জি পাষাণ কাটিয়া অরাতি শির।
সত্য ও দুদু বক্ষঃ পাতিয়া রোধিল রন্ধ্রমুখ,
দুর্জ্জয় অরি আসে আগুসরি তবুও নহে বিমুখ।
রাঠোর তনয়া জয়াহীর বাঈ বহু অনুচর সনে
কোমল অঙ্গে বর্ম্ম আঁটিয়া যুঝিল জীবন পণে।
ফুলসমদেহ, হৃদয়ে বজ্র, প্রাণে রুদ্রের তান,
রোধিয়া রন্ধ্র বহুখন যুঝি হাসিমুখে দিল প্রাণ।

"বড় দুর্দ্দিন" কহিল সকলে "চিতোরে নাহিক রাণা
রাণা বা তাহার প্রতিনিধি বিনা চিতোর রক্ষা মানা।"

"রাণা প্রতিনিধি" ডাকিল সকলে "কে বল হইবে আজ?
অমর মৃত্যু কে লবে বরিয়া, কে হবে হৃদয় রাজ?"
বীরের তনয়, বাঘজি দেওল, বংশ গৌরব স্মরি
ফুলমালা সম স্থির মৃত্যুরে নিজ শিরে নিল বরি।
বীর কণ্ঠের জয় জয় সহ উঠিল বাঘজি শিরে
মিবার পতাকা, রাণার চাঙ্গি, নিন্দিয়া প্রভাকরে।
তবুও অরাতি না হইল ক্ষয়, ক্রমে আশা হলো ক্ষীণ
গম্ভীরে সবে কহিল "আজিরে চিতোরের শেষ দিন।"
ঘোষিল চৌদিকে রাজপুতনারী জ্বলিত চিতার পরি
আচরিবে আজ জওহরব্রত অগ্নি সাক্ষী করি।

একটি রমণী তবু না ছাড়িল চিতোর রক্ষা আশা,
সঙ্গ মহিষী, উদয় জননী, হর অর্জ্জুন স্বসা।
কর্ম্মবতীর রাখী বন্ধ ভাই হুমায়ুন বীরবর
তাহার নিকট কাঁচুলী সহিত পাঠাল বার্ত্তাহর
সুরতান করে সঁপিয়া তনয়ে জ্বলিত চিতার পাশে
কর্ম্মবতী সে রহিল বসিয়া রাখীবন্ধ ভাই আশে।
পিতার আদেশে হুমায়ুন যবে বঙ্গ বিজয়ে রত
ভগিনীরে দেওয়া স্বর্ণ কাঁচুলি হইল হস্তগত।
রাখী সম্মান ভগিনীর মান বীর হুমায়ুন জানে
ছাড়িয়া বঙ্গ-বিজয় গৌরব, ছুটিল চিতোর পানে;

গুর্জ্জর ভূপে দিল খেদাইয়া মণ্ডু জিনিল রণে
বিক্রমজিতে আদরে বসাল চিতোর সিংহাসনে।
উচ্চে গাহিল রাজপুত বীর, গুণচোর তারা নয়,
"জয় হুমায়ুন, রাখীবন্ধ ভাই; জয়রে রাখীর জয়

নিষ্ফল আশা।

আশার অঙ্গুলি পথে স্থাপিয়া তৃষিত আঁখি
চেয়ে আছি জগতের পানে;
তোমরা কি কেহ ওগো, মিটাইবে সে তিয়াষা
হৃদয় পীযুস ধারা দানে?
আমি পিতৃ মাতৃ হীন; তোমরা আনন্দময়
স্নেহ ভরা জনক জননী;
মিটাবে কি ক্ষুধা মোর, শুষ্ক মুখে তুলে দিয়ে
দুই হাতে স্নেহের নবনী?
আমি শুষ্ক প্রেমহীন; মন্দার সুরভি পূত
তোমরা প্রেমের মন্দাকিনী;
শুষ্ক-শাখ এ কাননে ঢালিয়া প্রেমের ধারা
পত্রে পুষ্পে ভরিবে মোহিনি?
বঞ্চিত বাৎসল্যে আমি; তোমরা দুহিতা সুত
পূর্ণিত হৃদয় ভকতিতে;

পাষাণ কঠিন হৃদি ভকতির স্নিগ্ধ তাপে
পারিবে কি গলাইয়া দিতে ?
আমি একা, বন্ধুহীন ; তোমরা উদার প্রাণ
বন্ধুতরে প্রাণ দাও হাসি ;
প্রীতিতে ভাসায়ে বুক, সুখে হাসি, দুঃখে অশ্রু
পাশে মোর দাঁড়াইবে আসি ?
আমি দীন হীন প্রজা ; তুমি রাজা অধিরাজ
কোটিজনে পালিছ যতনে ;
ঢালিবে কি সুখধারা দৈন্য হীনতায় ভরা
সঙ্কুচিত মোর হৃদি মনে ?
কোটিজনে পায় যাহা, স্নেহ প্রীতি ভক্তি দয়া
এর বেশী দাবী মোর নয় ;
ইহাতেই হব সুখী, বদনে ফুটিবে হাসি,
হইব কৃতার্থ সুখময়।
না না ; হেথা কোন দিন পায় নাই কোন জন
ভিক্ষা করি ঈপ্সিত তাহার ;
ভিক্ষায় মিলেনা কিছু, কেবলি যাতনা বাড়ে
ভিক্ষা পথ নহে পাইবার।
আত্মভোলা সাধনায় নিজেরে যে গড়ে তোলে
ঈপ্সিত লভিতে সেই পারে ;
আপনা লভিতে হলে দিতে হয় বিশ্বমাঝে
বিলাইয়া সব আপনারে।

বউ কথা কও।

কি গান গাহিলি পাখি, গারে আর বার।
তোর ও মধুর গানে
শত কথা জাগে প্রাণে
ঝঙ্কারিয়া উঠে ম্লান হৃদয়ের তার।

কোথা ছিলি এতদিন চির পরিচিত?
হিমমুক্ত এ ধরাতে
নব বসন্তের প্রাতে
কোথা হতে লয়ে এলি এ সুধা সঙ্গীত?

শুভ দিনে শুভক্ষণে এসেছিস যবে
ঢাল ও মধুর গানে
নব তৃষা আশা প্রাণে
বিলায়ে দি ফুল্ল হৃদে আপনার সবে।

"বউ কথা কও" বলি ওকি গান গাও?
ভাঙ্গিতে প্রিয়ার মান,
তোষিতে প্রিয়ার প্রাণ,
সুরের কম্পনে কিরে বেদনা জানাও?

বুঝিয়াছি বুঝিয়াছি ওরে বিহঙ্গম ;
তোর ও গানের ভাষা
ফুটাইছে শত আশা
ছিল সুপ্ত হৃদে যাহা কলিকার সম।

কথা কও, কথা কও বঙ্গবধুগণ,
তনয়া, ভগিনী, মাতা,
অর্দ্ধাঙ্গিনী পতিরতা
স্নেহ প্রীতি ভরে কথা কও অনুখন।

কথা কও, কথা কও শক্তি স্বরূপিনী ;
তোমরা কহিলে কথা
ঘুচিবে বিষাদ ব্যথা
নবীন জীবন বঙ্গে জাগিবে তখনি।

পথের সন্ধান

অচেনা পথ, অজানা দেশ,
সুদূর পথের যাত্রী ;
সাম্‌নে আঁধার ঘনিয়ে আসে
তারাহীনা রাত্রি ;
ব্যস্তপদে চল্‌ছি আমি
লভিতে মোর গম্য,
আগুলি পথ দাঁড়াস্‌ আমার
কেরে তোরা রম্য ?
শ্বাসে তোদের ছড়িয়ে পড়ে
নন্দনেরি গন্ধ
যাইরে ভুলে যাব কোথায়
যাইরে হয়ে অন্ধ।
রসে ভরা আঁখি তোদের
মধুর কোমল স্পর্শ
আকুল করে হৃদয়ে মোর
জাগিয়ে বিপুল হর্ষ।
স্নেহে ভরা বাক্য তোদের
রূপে ভরা অঙ্গ
লাগিয়ে ধাঁধাঁ নয়নে মোর
করিস্‌ ব্রত ভঙ্গ।

তোদের শব্দ, তোদের গন্ধ,
তোদের মোহন কান্তি
ভুলায় আমার চক্ষু কর্ণ
উপজিয়া ভ্রান্তি।
প্রাণের মাঝে আঁধার জাগে
পড়ে না তায় দৃষ্টি,
গোচরে মোর বাজায় বাঁশী
সে এক নূতন সৃষ্টি।
প্রাণের মাঝে পড়েছে ডাক
আজরে মোহন রুদ্র
ভেসে সে গেছে তোদের মোহ
তোদের ভ্রান্তি ক্ষুদ্র।
নূতনত্বের মোহ তোদের
অস্থি মাংসে রক্তে
নারবেরে আর রাখ্‌তে ধরে
নূতন জাগা ভক্তে।
হৃদয় মাঝে জাগেরে আজ
অরূপ রূপ দীপ্তি ;
জেনেছি আজ কোথায় আমার
সব কামনার তৃপ্তি।

বলে দাও।

অস্ত সাগরে পশ্চিম রবি
মুদিল রক্ত আঁখি ;
সন্ধ্যা পবন মাধবী গন্ধ
বহিয়া চলিল মাখি ।
স্নিগ্ধ সলিলা বিমল তটিনী
গাহিয়া চলিল গান,
সান্ধ্য গগনে বিহগ কণ্ঠ
সে গানে মিলাল তান ।
পূর্ব্ব গগন রঞ্জিত করি
উদিল কিশোর শশী
স্নিগ্ধ কোমল রশ্মি পরশে
উজলিয়া দশ দিশি ।
না জানি কি বিষে জর্জ্জর হিয়া
ব্যথিত কাতর প্রাণ,
এ শোভায় কেন না পড়ে ঝাঁপায়ে
উচ্চে গাহিয়া গান ?
মাধুরী পূর্ণ ধরণীর পরে
মানব কেনরে দুঃখী
কিসে তার মুখে ফুটিবে হাসিটি
কি পাইলে হয় সুখী ?

প্রকৃতির কোল ছেড়ে গেছে দূরে
তাই কি বেদনা তার
মুখে চাপে কথা, বুকে চাপে ব্যথা
দারুণ বেদনা ভার ?
যে জান সে ওগো বলে দাও মোরে
কোন পথে গেলে পরে
আপন প্রকৃতি ফিরিয়া পাইব
ফিরিব আপন ঘরে ।

———

তাও কি কখন হয় ?

নয়নে ঢালিয়া রূপের পিপাসা
মিটাইতে সে তিয়াষ
শত মনোহর রূপের ছবিতে
ভরিয়াছ ধরাকাশ ;
বসন্তে শরতে সন্ধ্যায় প্রাতে
রূপের মাধুরী ছুটে
সৃচি বরিষায় মেঘ ঝঞ্ঝাবায়
ভীমকান্তি তব ফুটে ।

শ্রবণের ক্ষুধা সুস্বর সঙ্গীতে
জগৎ ভরিয়া রহে,
বিহগ কণ্ঠে গ্রহের চলনে
সঙ্গীত স্রোত বহে।
ঘ্রাণ-তর্পণ সুরভি কুসুমে
জগৎ দিয়াছ ঢাকি।
সলিল অনিল কোল দেয় তব
কোমল পরশ মাখি।
রসনার তৃষা মিটাবার তরে
কন্দে মূলে ও ফলে
কত শত রস কর সমাবেশ
হে রসিক, রস ছলে।
হে প্রেমিক, তুমি দিয়াছ এ সব
আমি চাহিবার আগে,
পরাণের ক্ষুধা মিটাবে না কি গো
কাতরে যদি সে মাগে?
তোমার দরশ তোমার পরশ
তৃষা তার দয়াময়;
না চাহিতে দাও চাহিনা পাবনা
তাও কি কখন হয়?

———

অখোঁজ।

উষার আকাশে নিভে যায় তারা,
রবি শশী হয় রাতে দিনে হারা,
ফুল সে ফোটে
সুবাস ছোটে
তার পরে পড়ে ঝরে।
মনের শাখায় ফোটে আশা ফুল
সুখের বাতাসে খায় তারা দুল
খোঁজ কে করে
কিসের তরে
কোথা তারা প'ড়ে মরে!

লক্ষ্মী।

লক্ষ্মী ওমা লক্ষ্মী হ'মা চেন মা আপন পর,
দুষ্ট চপল মেয়ে কেন বাহির করিস ঘর?
বল মা কিসের অভিমানে গেলিরে আজ দূরে?
তোর অভাবে কাঙ্গাল বেশে মরি জগত ঘুরে।
এত বড় এ জগতের যেথায় যাই মা ছুটে
লাঞ্ছনা ও অপমানের বোঝা বয়ে দম্ ছুটে।

তুই মা দূরে পরের ঘরে জ্বালাস অযুত বাতি
ঘোর আঁধারে নয়নধারে কাটাই দীঘলরাতি ;
পরদেশে মা আকাশভেদী তুলিস সৌধশত
গাছতলাতে পড়ে থাকি পথের কুকুর মত।

মোদের—কুঁড়ের চালে নাই মা কুটো
পেটে নাই মা অন্ন দুটো,
শীর্ণ অঙ্গে ছেঁড়া টেনা
তাও পরের ঘরে কেনা
পড়ে থাকি পথের ধারে
বক্ষ ভাসে নয়ন ধারে

তার উপরে সবাই মোদের চরণে যায় দলে।
কোন্ পাপের এ কঠোর সাজা দে মা মোদের বলে

সহ্য যে মা হয় না আর
সওয়া সীমার গেছি পার

রোগে শীর্ণ, দ্বেষে দীর্ণ, লঞ্ছনা জর্জ্জর।
লক্ষ্মী ওমা লক্ষ্মী হ'মা চেন মা আপন পর।

লক্ষ্মী ওমা লক্ষ্মী হ'মা চেন মা আপন পর।
কোন্ দোষেতে আজ আমাদের কর্‌লি এত পর ?
চঞ্চলা তুই বড়ই রমা, ভুলিস্ কেমন করে
আঁকা যে তোর চরণ-দুটি হেথায় সবার ঘরে ?

যখন মা তুই ছোট ছিলি ডুবুলি সাগর তলে
কারা তোরে আন্‌লে তুলে মন্থি সাগর জলে ?
ঘৃণ্য মোদের শীর্ণ শিরায় যাদের রক্ত বয়
তারাইত মা সাগর হতে তুল্‌লে সে সময়।
ব্রহ্মবল আর ক্ষাত্রবল যমজ শিশুর মত
আমাদের সে অতীত গৃহে খেল্‌ত অবিরত

তাঁইতে—দৈত্যে তাহারা আনিল ধরে
আনিল তুলিয়া মন্দারে
জড়ায়ে তাহে বাসুকী ডোর
গর্ব্বে মথিল সাগর ঘোর
উঠিল সাগরে খর্ব্ব গর্ব্ব—
চন্দ্র, অমৃত, ওষধি সর্ব্ব

সকলের শেষে উঠিলে মা তুমি উজলিয়া চরাচরে
রাঙ্গা পা দুখানি করিয়া স্থাপন রাতুল পদ্মোপরে ;

বসেছিলা তার পর
উজলি মোদের ঘর।

কোন্ দোষে আজ আপনজনে কর্‌লি মা তুই পর ?
লক্ষ্মী ওমা লক্ষ্মী হ'মা চেন মা আপন পর।

লক্ষ্মী ওমা, লক্ষ্মী হ'মা চেন মা আপন পর।
ক্ষুদ্র দোষে আপন জনে করিস্ না মা এত পর।

ক্রোধে মোহে কজন মোদের করলে যে অপরাধ
মোদের পরে আজকে এত তাই কি সাধিস্ বাদ !
অগস্ত্য সে গাড়ুসে তোর পিতার করলে শেষ,
স্বামীরে তোর মারলে ভৃগু, বক্ষে আজও রেস,
বৈরিনী তোর বাগ্দেবীরে পূজলে জীবন ভরে
সাধের ঘর তোর পদ্মগুলি ভাঙ্গলে পূজার তরে ;
স্বীকার করি সে অপরাধ, কর মা মোদের ক্ষমা
তুই যে মোদের সাধের মেয়ে, তুই যে মোদের রমা।

আবার—আয় তোর পুরাতন ঘরে
বৈরিণী তোর ডাকে আদরে ;
বুঝেছে সে না আসিলে তুমি
নাই তার দাঁড়াবার ভূমি ;
অনুগত হবে সে তোমার ।
তোর আগমনে আরবার

দৈন্য হীনতা পড়ুক মা ঝরে লাঞ্ছনা রাশিরাশি,
ফুটুক চৌদিকে স্বাস্থ্য, সম্পদ, সবার বদনে হাসি ;

কর্ম্মে জাগুক সুখ,
সাহসে ভরুক বুক,

নতশির পুনঃ উন্নত হোক্ আনন্দে ভরুক ঘর ।
লক্ষ্মী ওমা, লক্ষ্মী হ'মা চেন মা আপন পর ।

———

শূন্য মন্দির।

মন্দির দ্বারে যতনে ভক্ত নামায়ে পূজোপচার
ভক্তিকোমল দুই হাতে ধরি খুলি মন্দির দ্বার,
বিস্ময়ে উঠি শিহরি
ডাকে, "কোথা গেলে প্রহরী
দুর্ঘট বড় ঘটেছে এ ঠাঁই
মন্দির মাঝে দেবতা যে নাই!
ব্যর্থ কি হবে অর্ঘ আমার নিষ্ফল হবে কামনা?
বুকের মাঝারে গুমরি গুমরি কাঁদিয়া মরিবে বাসনা?

কার পায়ে দিব পূজার অর্ঘ, কণ্ঠে ভকতি হার,
রাঙা পা দুখানি ধুয়ে দিব কার ঢালিয়া নয়নাসার?
সন্ধান কর সকলে
কোথা গেল দেব কি ছলে।
ভক্তিতে বাঁধা দেবতা আমার
নাহি ছাড়ি যায় মন্দির দ্বার
নিশ্চয়ই কোথা আছেন লুকায়ে, ভকতে তাঁহার ছলিতে।
পূজা না হইলে প্রসাদ না মেলে হবে যে উপাসী রহিতে।"

সন্ধান নাহি মিলে দেবতার, ভক্ত বিষাদ মগ্ন,
মুখে হাহুতাশ, সিক্তনয়ন, করেতে কপোল লগ্ন.

শূন্যে উঠিল ধ্বনিয়া
"দেবতা গিয়াছে চলিয়া ;
নির্ম্মম ক্রূর আঘাতে যাদের
ভেঙ্গেছ বক্ষঃ, ক্ষতে তাহাদের
স্নেহের প্রলেপ মাখাইয়া দিতে; আর হেথা নাহি আসিবে ;
মিথ্যা পূজায় ভুলে না দেবতা ; কত আর বল ছলিবে ?"

———

ঘোম্‌টা খোলো।

ঘোমটা খোলো, ঘোমটা খোলো,
ওগো রাণি ঘোমটা খোলো ;
রূপের বেশাত ষোল আনা
নয়নে মোর জাগিয়ে তোলো;
ঘোমটা খোলো।

সকাল হতে সাধছি তোমায়,
এদিকে যে সন্ধ্যা হলো,
ঘোমটা খোলো।

দেখে তোমার বিষম রঙ্গ
আমার যত অন্তরঙ্গ
একে একে বিদায় হলো।

মুছে ফেলে সরম বাধা
ঘুচিয়ে আমার মনের ধাঁধা
আজও রাণি ঘোমটা খোলো ;
সন্ধ্যা হলো।

শাখীর শাখায় সবুজ পাতায়
জাগিয়ে রূপের চিকন আভায়
সোনার বরণ রবির কিরণ
ক্লান্ত দেহে ঢলে প'লো ;
ঘোমটা খোলো।

প্রাণেভরা পাখীর গানে,
নির্ঝরিনীর মধুর তানে,
সাগর গানে, প্রাণের দোলা
বিপুল দোলায় তুলিয়ে গেলো ;

তোমার রঙ্গে ক্লান্ত হয়ে
বরফের ভার মাথায় লয়ে
নীরব গভীর হিমাদ্রি সে
উপর দিকে চলে গেলো ;
আজও রাণি, ঘোমটা খোলো।

চন্দ্র সূর্য্য তারাগণে
মিলে তারা আমার সনে
বিশ্বজুড়ে ডাক্‌ছে সবাই
ওগো রাণি ঘোমটা খোলো।
ঘোমটা খোলো।

মুছে ফেলে সরম বাধা
ঘুচিয়ে আমার মনের ধাঁধা।
আলোয় ভরে সারা জগত
আজও রাণি ঘোমটা খোলো ;
সন্ধ্যা হলো।

তাগাদা।

দেউলিয়া খাতা গড়েছে আমারে
এটা পারি বেশ বুঝতে ;
সারাটা জীবন কেটে গেল তাই
মহাজন সনে যুঝতে।
স্মৃতির নজর যতদূর চলে
চেয়ে দেখি আমি সব ঠাঁই,
প্রভাত হইতে শুধুই তাগাদা,
তাগাদার আর শেষ নাই !
প্রীতি বৈরিতা, স্নেহ অস্নেহ,
রাগ আর বিরাগের,
পারিনা বুঝিতে কতই তাগাদা,
কতই রকম ফের !

অখোঁজ।

উষার আকাশে নিভে যায় তারা,
রবি শশী হয় রাতে দিনে হারা,
ফুল সে ফোটে
সুবাস ছোটে
তার পরে পড়ে ঝরে।
মনের শাখায় ফোটে আশা ফুল
সুখের বাতাসে খায় তারা দুল
খোঁজ কে করে
কিসের তরে
কোথা তারা প'ড়ে মরে!

লক্ষ্মী।

লক্ষ্মী ওমা লক্ষ্মী হ'মা চেন মা আপন পর;
দুষ্ট চপল মেয়ে কেন বাহির করিস ঘর?
বল মা কিসের অভিমানে গেলিরে আজ দূরে?
তোর অভাবে কাঙ্গাল বেশে মরি জগত ঘুরে!
এত বড় এ জগতের যেথায় যাই মা ছুটে
লাঞ্ছনা ও অপমানের বোঝা বয়ে দম্ ছুটে।

তুই মা দূরে পরের ঘরে জ্বালাস অযুত বাতি
ঘোর আঁধারে নয়নধারে কাটাই দীঘলরাতি ;
পরদেশে মা আকাশভেদী তুলিস সৌধশত
গাছতলাতে পড়ে থাকি পথের কুকুর মত।

মোদের—কুঁড়ের চালে নাই মা কুটো
পেটে নাই মা অন্ন দুটো,
শীর্ণ অঙ্গে ছেঁড়া টেনা
তাও পরের ঘরে কেনা
পড়ে থাকি পথের ধারে
বক্ষ ভাসে নয়ন ধারে

তার উপরে সবাই মোদের চরণে যায় দলে।
কোন্ পাপের এ কঠোর সাজা দে মা মোদের বলে।

সহ্য যে মা হয় না আর
সওয়া সীমার গেছি পার

রোগে শীর্ণ, দ্বেষে দীর্ণ, লঙ্ঘনা জর্জ্জর।
লক্ষ্মী ওমা লক্ষ্মী হ'মা চেন মা আপন পর।

লক্ষ্মী ওমা লক্ষ্মী হ'মা চেন মা আপন পর।
কোন্ দোষেতে আজ আমাদের কর্লি এত পর ?
চঞ্চলা তুই বড়ই রমা, ভুলিস্ কেমন করে
আঁকা যে তোর চরণ-দুটি হেথায় সবার ঘরে ?

যখন মা তুই ছোট ছিলি ডুবুলি সাগর তলে
কারা তোরে আন্‌লে তুলে মন্থি সাগর জলে ?
ঘৃণ্য মোদের শীর্ণ শিরায় যাদের রক্ত বয়
তারাইত মা সাগর হতে তুল্‌লে সে সময়।
ব্রহ্মবল আর ক্ষাত্রবল যমজ শিশুর মত
আমাদের সে অতীত গৃহে খেল্‌ত অবিরত

তাইতে—দৈত্যে তাহারা আনিল ধরে
আনিল তুলিয়া মন্দারে
জড়ায়ে তাহে বাসুকী ডোর
গর্ব্বে মথিল সাগর ঘোর
উঠিল সাগরে খর্ব্ব গর্ব্ব—
চন্দ্র, অমৃত, ওষধি সর্ব্ব

সকলের শেষে উঠিলে মা তুমি উজলিয়া চরাচরে
রাঙ্গা পা দুখানি করিয়া স্থাপন রাতুল পদ্মোপরে,

বসেছিলা তার পর
উজলি মোদের ঘর।

কোন্ দোষে আজ আপনজনে কর্‌লি মা তুই পর ?
লক্ষ্মী ওমা লক্ষ্মী হ'মা চেন মা আপন পর।

লক্ষ্মী ওমা, লক্ষ্মী হ'মা চেন মা আপন পর।
ক্ষুদ্র দোষে আপন জনে করিস্ না মা এত পর।

ক্রোধে মোহে কজন মোদের করলে যে অপরাধ
মোদের পরে আজকে এত তাই কি সাধিস্ বাদ !
অগস্ত্য সে গাঁড়ুসে তোর পিতার করলে শেষ,
স্বামীরে তোর মারলে ভৃগু, বক্ষে আজও রেস,
বৈরিনী তোর বাগ্দেবীরে পূজ্‌লে জীবন ভরে
সাধের ঘর তোর পদ্মগুলি ভাঙ্গলে পূজার তরে ;
স্বীকার করি সে অপরাধ, কর মা মোদের ক্ষমা
তুই যে মোদের সাধের মেয়ে, তুই যে মোদের রমা

আবার—আয় তোর পুরাতন ঘরে
বৈরিণী তোর ডাকে আদরে ;
বুঝেছে সে না আসিলে তুমি
নাই তার দাঁড়াবার ভূমি ;
অনুগত হবে সে তোমার ।
তোর আগমনে আরবার

দৈন্য হীনতা পড়ুক মা ঝরে লাঞ্ছনা রাশিরাশি,
ফুটুক চৌদিকে স্বাস্থ্য, সম্পদ, সবার বদনে হাসি ;

কর্ম্মে জাগুক সুখ,
সাহসে ভরুক বুক,

নতশির পুনঃ উন্নত হোক্ আনন্দে ভরুক ঘর ।
লক্ষ্মী ওমা, লক্ষ্মী হ'মা চেন মা আপন পর ।

———

শূন্য মন্দির।

মন্দির দ্বারে যতনে ভক্ত নামায়ে পূজোপচার
ভক্তিকোমল দুই হাতে ধরি খুলি মন্দির দ্বার,
বিস্ময়ে উঠি শিহরি
ডাকে, "কোথা গেলে প্রহরী
দুর্ঘট বড় ঘটেছে এ ঠাঁই
মন্দির মাঝে দেবতা যে নাই !
ব্যর্থ কি হবে অর্ঘ আমার নিষ্ফল হবে কামনা ?
বুকের মাঝারে গুমরি গুমরি কাঁদিয়া মরিবে বাসনা ?

কার পায়ে দিব পূজার অর্ঘ, কণ্ঠে ভকতি হার,
রাঙা পা দুখানি ধুয়ে দিব কার ঢালিয়া নয়নাসার ?
সন্ধান কর সকলে
কোথা গেল দেব কি ছলে।
ভক্তিতে বাঁধা দেবতা আমার
নাহি ছাড়ি যায় মন্দির দ্বার
নিশ্চয়ই কোথা আছেন লুকায়ে, ভকতে তাঁহার ছলিতে।
পূজা না হইলে প্রসাদ না মেলে হবে যে উপাসী রহিতে

সন্ধান নাহি মিলে দেবতার, ভক্ত বিষাদ মগ্ন,
মুখে হাহুতাশ, সিক্তনয়ন, করেতে কপোল লগ্ন;

শূন্যে উঠিল ধ্বনিয়া
"দেবতা গিয়াছে চলিয়া ;
নির্ম্মম ক্রুর আঘাতে যাদের
ভেঙ্গেছ বক্ষঃ, ক্ষতে তাহাদের
স্নেহের প্রলেপ মাখাইয়া দিতে; আর হেথা নাহি আসিবে
মিথ্যা পূজায় ভুলে না দেবতা ; কত আর বল ছলিবে ?"

—— —

ঘোম্‌টা খোলো ।

ঘোমটা খোলো, ঘোমটা খোলো,
ওগো রাণি ঘোমটা খোলো ;
রূপের বেশাত ষোল আনা
নয়নে মোর জাগিয়ে তোলো;
ঘোমটা খোলো ।

সকাল হতে সাধছি তোমায়,
এদিকে যে সন্ধ্যা হলো,
ঘোমটা খোলো ।

দেখে তোমার বিষম রঙ্গ
আমার যত অন্তরঙ্গ
একে একে বিদায় হলো ।

মুছে ফেলে সরম বাধা।
ঘুচিয়ে আমার মনের ধাঁধা
আজও রাণি ঘোমটা খোলো ;
সন্ধ্যা হলো।

শাখীর শাখায় সবুজ পাতায়
জাগিয়ে রূপের চিকন আভায়
সোনার বরণ রবির কিরণ
ক্লান্ত দেহে ঢলে প'লো ;
ঘোমটা খোলো।

প্রাণেভরা পাখীর গানে,
নিঝরিনীর মধুর তানে,
সাগর গানে, প্রাণের দোলা
বিপুল দোলায় ছুলিয়ে গেলো ;

তোমার রঙ্গে ক্লান্ত হয়ে
বরফের ভার মাথায় লয়ে
নীরব গভীর হিমাদ্রি সে
উপর দিকে চলে গেলো ;
আজও রাণি, ঘোমটা খোলো।

চন্দ্র সূর্য্য তারাগণে
মিলে তারা আমার সনে
বিশ্বজুড়ে ডাক্‌ছে সবাই
ওগো রাণি ঘোমটা খোলো।
ঘোমটা খোলো।

মুছে ফেলে সরম বাধা
ঘুচিয়ে আমার মনের ধাঁধাঁ
আলোয় ভরে সারা জগত
আজও রাণি ঘোমটা খোলো ;
সন্ধ্যা হলো।

তাগাদা।

দেউলিয়া খাতা গড়েছে আমারে
এটা পারি বেশ বুঝতে ;
সারাটা জীবন কেটে গেল তাই
মহাজন সনে যুঝতে।
স্মৃতির নজর যতদূর চলে
চেয়ে দেখি আমি সব ঠাঁই,
প্রভাত হইতে শুধুই তাগাদা,
তাগাদার আর শেষ নাই !
প্রীতি বৈরিতা, স্নেহ অস্নেহ,
রাগ আর বিরাগের,
পারিনা বুঝিতে কতই তাগাদা,
কতই রকম ফের !

বদ্দি ডাকিব গোবদ্দি নয় গো
পাঁচন দিবে সে কত ;
পটোল পাতার পাচন খাইয়া
যদিই পটোল তোলো।
একা সংসার চালাতে নারিব
বয়সই বা কিছু হলো ;
তব ভাগ্যদোষে যদিই গো আমি
তোমার আগেতে যাই,
কি করিবে তুমি ভাবিয়া সে কথা
কিনারা কিছু না পাই।
নগদ কিছুই নাহিক আমার,
বাড়ী পড়িয়াছে বাঁধা।
জীবনবীমার তিনশ টাকায়
আছে নানারূপ ধাঁধা ;
চলে যেও তুমি বৃন্দাবন বা
মক্কা অথবা কাশী,
ভিক্ষা মিলিবে. সেখানেতে কেহ
থাকেনাক উপবাসী।
পারিনা ভাবিতে ; ভেবে কি হইবে ?
ভেবে কে পেয়েছে পার ?
আমার পরেতে প্রলয় হইলে
আমি কি করিব তার ?

থাকুক্ সে কথা। চুক্তি শুনিলে
নিক্তি ওজন করে ;
আমার বিধান, বিধির বিধান,
মানিতে হইবে তোরে

ক্ষণিক

রূপে রসে গন্ধে ভরা ফুটিয়া উঠিল ফুল
বিপুল পুলকে :
সমীর সোহাগ লভি আনন্দে খাইল দুল
অরুণ আলোকে।
কত কুতূহল স্নেহ বর্ষিল তাহার পরে
তরুণ নয়ন,
মত্ত অলিকুল কত ঢালিল তাহার কাণে
মধু গুঞ্জরণ।
মধ্যাহ্ন তপন তাপে সুচিকন দলগুলি
ম্লান হ'ল তা'র,
সায়াহ্নে পড়িল ঝরে মলিন সে দলগুলি,
বৃন্ত মাত্র সার।

ফুটাতে এ ফুলটিরে কত দীর্ঘ আয়োজন

এ ধরার পরে

রূপরস আহরণ বৃক্ষ আর কলিকার

দীর্ঘ দিন ধরে !

সাফল্য কি সে সবের ক্ষণিকের এ খেলায়

রূপের গন্ধের ?

হায় ফুল ! হা মানব ! সবি এক সূত্রে গাঁথা

—রহস্য বিশ্বের।

আমি।

আপনারে আমি বিশ্বে ছড়ায়ে,

বিশ্ব জড়ায়ে কথা কই .

আমি আছি তাই আছে এ বিশ্ব,

কিছু নাই যাহা আমি নই।

ভুল, প্রতারণা, যাহা খুসি বল,

এই চরাচর বিশ্ব

আমি আছি তাই স্থিতি আছে তার

আমি ছাড়া সে যে নিঃস্ব।

চলন্ত।

সারাদিন চল্‌ছি ছুটে
কোন সুদূরের টানে,
নাই অবসর একটি বারও
চাইতে পিছন পানে!
নিতুই নব বাজায় বাঁশী
নিত্য নূতন তান,
মত্ত বিভোর আপন হারা
তাইতে আমার প্রাণ।
চলার পথে উঠছে ফুটে
কতই নূতন মুখ,
পরিচয়ের নাই অবসর
কতই সুখ আর দুঃখ!
পথের ধারের নিশান পাথর
—ক্ষণিক পরিচয়
দূরের টানে আগিয়ে চলি,
পিছনে পড়ে রয়।
পাথর ভাবে বুকটা আমার
কঠিন তারই মত
নাই অনুরাগ, নাইক সোহাগ,
—কোমল বালাই যত।

শক্তি।

শুকান মাটির পিণ্ড আগুনে পুড়িয়া
হয় ইট মূল্য বাড়ে তার ;
পরশি আগুণ কণা বারুদ-উদর
ফেটে বম্ হয় ছারখার।
শক্তির পরশ পেয়ে শক্তিমান যারা
হয় দৃঢ়, হয় সমুজ্জ্বল.
অশক্ত পরশি শক্তি, বিহ্বল, উদ্ধত
চারিদিকে ছড়ায় অনল।

সাম্য।

সুগভীর খাদ কহিছে পাহাড়ে
"তোমায় আমায় ভাই
সাম্যের বাণী ধ্বনিত জগতে
কোন ভিন্নতা নাই।"

ধৃষ্টতা।

গর্জ্জিয়া হাউই চলে
উজলি আকাশ কায় ;
চকিত শতটি আঁখি
বিস্ময়ে উপরে চায় ;
বলে সবে "ধন্য ধন্য
কি অনন্ত উচ্চ আশা
চলেছে অনন্ত পানে
বাঁধিতে অনন্ত বাসা।"
নাচিয়া মাটির পরে
ছুঁচোবাজি ডাকি কয়,
"ওযে আমাদেরি ভাই
আমাদেরি সঙ্গে রয়,
উঠেছে খেলার ছলে
এখনি পড়িবে ঝরে
শর, কাঠ, বংশ পাট
ধূলায় রহিবে মরে।"

শক্তি।

শুকান মাটির পিণ্ড আগুনে পুড়িয়া
হয় ইট মূল্য বাড়ে তার ;
পরশি আগুণ কণা বারুদ-উদর
ফেটে বম্ হয় ছারখার।
শক্তির পরশ পেয়ে শক্তিমান যারা
হয় দৃঢ়, হয় সমুজ্জ্বল.
অশক্ত পরশি শক্তি, বিহ্বল, উদ্ধত
চারিদিকে ছড়ায় অনল।

সাম্য।

সুগভীর খাদ কহিছে পাহাড়ে
"তোমায় আমায় ভাই
সাম্যের বাণী ধ্বনিত জগতে
কোন ভিন্নতা নাই।"

বন্ধু।

শারদ গগণে রবি
বিমল তরুণ ছবি
খেলে রঙ্গে-আলোকের খেলা
অনিলে, সলিলে, স্থলে
কাশে, মেঘে পদ্মদলে
বসে যায় শুভ্রতার মেলা ;
দেখি তবে কি স্নুন্দর তুমি, কি বিমল আলো !
আপনারে বিলাইয়া বঁধু বাসি তোমা ভালো।

বসন্তে মলয় বাতে
কচি কিসলয় পাতে
ফুলবালা ঢলে পড়ে হেসে
তাদের নিশ্বাস বায়
চারিদিক ছেয়ে যায়
মরমে পুলক ওঠে ভেসে ;
দেখি তবে কি মধুর তুমি ! মধু, মধু, মধু,
আপনারে ছড়াইয়া দিই ওগো বঁধূ, মধু।

দারুণ নিদাঘ তার
ঢালে অনলের ধার ;
ঢালে হিম প্রখর কম্পন,
বর্ষা ঢালে বারি ধারা,
ঝলসি নয়ন তারা
তোলে ঘন বিদ্যুৎ স্ফ রণ ঃ
নাহি দেখি আলোক, পুলক, নাহি দেখি মধু
ভয়ে তোমা জড়াইয়া ধরি, ওগো প্রাণবঁধু।

সমর্পণ।

আজ কে বল নূতন সুরে
বাজায় মোহন বাঁশী
বাঁশীর সুরে উঠছে জেগে
নূতন জীবন রাশি।
পাঁচীর ঘেরা ঘরের মাঝে
ছিলাম আপন মনে.
নিজেরে মোর দিইলি ছেড়ে
কখনো কারো সনে।

বল্‌ত সবাই তোরই মত
নিতুই বাজে বাঁশী
শুনি নাইত একটি দিনও
কথায় পেতো হাসি।
দিন দুপুরে ঘরের কাজের
একটু অবসরে
বললি এসে "শোন গো বাঁশী
বাজে মোহন স্বরে।"
কুক্ষণে সই বাঁশীর সুরে
শুনতু পেতে কাণ
না দেখিলাম, না শুনিলাম
সঁপে দিলাম প্রাণ ;
ভেসে সে গেল ঘর কর্‌না
টুটে সে গেল বাধা
হয়ে গেলাম জগৎ মাঝে
কলঙ্কিনী রাধা।
যমুনাতীরে কদম তলায়
কোথায় বাঁশী বাজ্‌ত
ঘরের কাজে ছিলাম মেতে
কে বা তাহা জান্‌ত।
শাশ ননদী বাস্‌ত ভাল
গাভী বাছুর পুষি,

ঘরের ছিল শতটি কাজ

তাতেই ছিনু খুসি !

তুইত সখি নাটের গুরু

বুঝিয়ে দিলি বাঁশী,

বাঁশী বাজার প্রেম করিয়ে

গলায় দিলি ফাঁসি

এখন সখি গেছেত সব

পড়ছে কূলে কালি,

এখন শেখা বধুর প্রেমে

সবটু দিতে ঢালি ।

এদিকে কূল ওদিকে কালা

টানাটানির স্রোতঃ

বিফল যেন করে না মোরে

টুকরা মেঘের মত ।

আমার বলে আমার মাঝে

থাকে না যেন কিছু

পরিয়ে তারা স্নেহের বাঁধন

টানে না যেন পিছু

প্রার্থনা মোর জানিও সখি,

পরাণ বঁধুর ঠাঁই,

নূতন প্রেমের গভীর পরশ

নিতুই যেন পাই ।

যেন গো মোর পরাণ বঁধু
হয়ে নিঠুর কালা,
দেয়না ফেলে ছুদিন পরে
শুক্‌নো ফুলের মালা।
প্রথম স্নেহ প্রথম সোহাগ
প্রথম মধুর হাসি
পাইগো সদাই, শুনিগো যেন
সদাই মোহন বাঁশী।
যেমন ধারা চায় সে মোরে
বুঝিয়ে বলো সই
তেম্‌নি করে গড়ে সে যেন
আমিত কিছুই নই।
চায় সে যদি তার চরণে
রই সে দিবারাতি
তাই করিব, কূলের মুখে
জ্বালিয়ে দিয়ে বাতি।
গোপত প্রেমে ছুকূল বাজায়
ইচ্ছে যদি তার
বিশেষ করে করতে বলো
উপায় কিছু তার।

———

পুনর্মিলন।

পরশ-কঠিন, নিবিড়, নিথর
অতীত আঁধারপুরে,
তোমার কোলেতে মগ্ন ছিলাম
গাহিতে তোমারি সুরে।
কাহার মায়ায় অরুণ আলোক
গভীর আঁধার ভেদি
উঠিল ফুটিয়া, আমাদের সেই
নিবিড় মিলন চ্ছেদি;
মায়ার কুহেলি মানসে ঘিরিল,
নয়নে মলিন দিঠি;
মিলনের এক সেই বিলোড়নে
হয়ে যে গেলাম ছুটি।

তোমারে হারায়ে গোলকধাঁধার
হারাইনু চেনা পথে
লোক লোকান্তরে বেড়ানু ঘুরিয়া
আলো আঁধারের রথে।
কতজন দিল স্নেহের পরশ
প্রেম ভকতির হার,

বিদ্বেষে কেহ ঢালিল হৃদয়ে
তপ্ত গরলধার।
পাইনু অনেক হারাইনু আরো
ঘুচিলনা হাহাকার.
গোপনে পরাণ তোমারে চাহিল
চাপিয়া নয়নাসার।

আজি সখা মোর সফল বাসনা,
পাইয়াছি দরশন ;
আনরূপ ধরি কৃপা মোর পরে
করিয়াছ বরিষণ ;
ক্র্যা যায় দূরে মলিন নয়নে
ধীরে দিঠি ফিরে আসে,
তোমার বিমলরূপের মাধুরী
নয়নের নীরে ভাসে।
তব চতুরালী লুকোচুরি খেলা
ঘিরি ঘিরি চারিধার.
নারিবে লুকাতে ; শিখায়ে দিয়েছ
অনেক হদিস্ তার।

একি খেলা তব ? ছিলে চিরদিন
ঘিরি চারিধারে মোর,

হাতে ধরে মোরে চালায়ে এনেছ

তবু কাটে নাই ঘোর !

হয়েছি ক্লান্ত, ভেঙ্গে দাও খেলা

কুয়া-চলে যাক্ দূরে

করগো মগন তোমার কোলেতে

নীরব নিথর পুরে।

পুনঃ সখা যদি খেলাইতে চাও

খেলাইও তব সনে,

মিনতি, বিসারি কুয়াসা-আঁধার

ঢাকিও না দুনয়নে।